গল্প

খুশীর চাঁদ

মীর সাদেক হোসেন

১

মাটির রাস্তা, তার উপর কেউ যেন কাঁদা লেপে দিয়েছে। অবস্থা এমনই নাজুক যে পা ফেলার জায়গা নেই। তার উপর বৃষ্টি। কদিন হলো এমন ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। থামবার নাম নেই। টিপ-টিপিয়ে পড়ছে তো পড়ছেই। রিকশা থেকে নেমে চেয়ারম্যান শাহবাজ ব্যাপারীর মনে মনে বলল, নামাটা মস্ত ভুল হয়েছে। মসজিদ পর্যন্ত রিকশা নিয়ে গেলে ভাল হতো। পরনের সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি কাঁদা-জলে মাখামাখি হতে সময় লাগবে না। ইফতারির দাওয়াতে বেরিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন সের খানেক জিলাপি কিনবেন। এই বৈরী আবহাওয়ায় বেরুতে চাননি। কিন্তু না বেরিয়ে পারা গেল না। মাওলানা আব্দুল করিমের দাওয়াত। গ্রামের আরও কিছু গণ্য-মান্য লোকজনের আসার কথা। ঈদের পর ইলেকশন। মাওলানার মতো লোকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এখন খুব জরুরী।

চেয়ারম্যান শাহবাজ সন্তর্পণে কাঁদা মাখা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। এই সেদিন মেরামতের কাজ শেষ হল। হিসেব করলে খুব বেশী হলে সপ্তাহ পাঁচেক হয়তো হবে। উদ্বোধনের সময় সেকি আয়োজন। ব্যান্ড পার্টি, আতশবাজি, শহর থেকে ডিসি সাহেব এসেছিল কাঁদার উপর ইট বিছানো এই রাস্তা উদ্বোধন করতে। ডিসি কি এমনি আসে? ডিসি-কে আনতে চেয়ারম্যানের বেশ ভালই খরচ করতে হয়েছিল। খরচের ধার চেয়ারম্যান ধারে না। আবার চেয়ারম্যান হতে পারলেই যা খরচ হয়েছিল তা থেকে অনেক বেশী তুলে আনা যাবে।

ইফতারির আর বেশী বাকি নাই। বাজার আস্তে আস্তে চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। দোকানে দোকানে ক্রেতার ভিড় বাড়ছে। চেয়ারম্যান শাহবাজ'মিঠা মিয়ার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' নামের একটা দোকানের স্যামনে এসে দাঁড়াল। চেয়ারম্যানকে দেখে দোকানের সামনে কিছু লোক সরে দাঁড়িয়ে জায়গা করে দিল। দোকানের মালিক মিঠা মিয়া ফুটন্ত তেলের মধ্যে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জিলাপির কাই দিচ্ছিল। চেয়ারম্যানকে দেখে বলল,'সালাম চেয়ারম্যান সাব। কি দিমু?'
'ওলাই-কুম আসসালাম। জিলাপি কেমন হইছেরে মিঠা? রস ভাল মতো দিছস তো?'
'হুজুর, একদম খাঁটি ঘিয়ে ভাজা জিলাপি। এই গ্রামে ঘিয়ে ভাজা জিলাপি আর একটাও পাইবেন না। মুখে দিবেন আর মাখনের মতো গইলা যাইব। রসে চোক্ষে আন্ধার দেখবেন।'
'চোক্ষে আন্ধার দেখলে তো জিলাপি নেওন যাইব নারে মিঠা?'
'হুজুর ভয়ের কিছু নাই। রস কাটলেই আবার সব ঠিক দ্যাকপেন। আল্লাহ্‌র কিরা। আর খাইয়া শান্তি না পাইলে পয়সা ফিরত। দেই স্যার, খুব ভাল জিলাপি।'

‘সের কত?’
‘আপনি খুশি হইয়া যা দেন, দিয়েন। মাইনসের কাছে থেইকা সের প্রতি ছয় ট্যাকা নেই।’
‘দে, দুই সের দে।’
মিঠা মিয়া একটা কাগজের ঠোঙ্গায় জিলাপি ভরে দাঁড়িপাল্লায় মেপে দেখে ওজন ঠিক আছে কিনা। চেয়ারম্যান এক ফাঁকে জানতে চাইল,’বিক্রি কেমনরে মিঠা?’
‘চইলা যাইতাছে স্যার। ইফতারি খাওনের লোকের অভাব হয় না। তয় টিপ-টিপানি বৃষ্টিটা না থাকলে জব্বর হইতো। বৃষ্টি না থামলে ঈদের পর বিক্রি একবারে পইড়া যাইব।’
‘আর তো বেশী দিন নাই। দু দিন মাত্র বাকী।’
‘কেউ কইতাছে দুই দিন, কেউ কয় তিন। কোনডা যে ঠিক কে জানে?’
‘কে কয় তিন দিন বাকী?’
‘মাওলানা সাহেব কইছিলেন রোববার চাঁদ দেহা গেলে সুমবার ঈদ। সে হিসাব করলে তো তিন দিন বাকী।’
মাওলানার কথা শুনে চেয়ারম্যান সর্তক হলেন। বললেন,’মাওলানা আলেম লোক। উনার কথাই ঠিক হবে।’
‘হুজুর, আমি মুক্ষু-সুক্ষ মানুষ। যদি অভয় দেন তো একটা কথা জিগাইতে চাই।’
চেয়ারম্যান মিঠা মিয়ার দিকে না তাকিয়ে বলল,’কি কথা?’
‘মাওলানা সাবের কথার অমত করি না। কিন্তু চাঁদ যদি দেহা না যায় তাইলে কি ঈদ হইব না?’
মিঠা মিয়ার এমন প্রশ্নে চেয়ারম্যান ঘুরে তাকাল। বিরক্ত কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল,’মানে? চাঁদ না দেহা গেলে ঈদ হইব কেমনে। বাপের জন্মে শুনছস এমন কথা। তোর মাথা ঠিক আছে তো?’
চেয়ারম্যানের কণ্ঠের বিরক্তি-ভাব মিঠা মিয়ার দৃষ্টি এড়াল না। বলল,’হুজুর, কইতে ছিলাম কি, আকাশের যা অবস্থা, ম্যাঘের পিছে সব হারায় গেছে। আকাশ পরিষ্কার হওয়ার তো কোন লক্ষণই নাই। ভাব গতিক দেইখা তো মনে হয় না, সামনের তিন-চারদিনেও ম্যাঘ সরব। তাই কইতা ছিলাম চাঁদ যদি পরবর্তী তিন চাইরদিনেও না দেহা যায় তাইলে কি ঈদও পিছায় যাইব?’
‘আলেম লোকজনের কথা নিয়া মস্করা করস। তোর তো সাহস কম না। জিলাপি কিনতে আইসা কি ফ্যাসাদের মধ্যে পড়লাম। দে, দে, ঠোঙ্গা দে। আমার দেরী হইয়া যাইতাছে।’
চেয়ারম্যান জিলাপির দাম মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

২

গত সাতদিন চাঁদ কোন আলো বিলোতে পারেনি। তাই মনে খুব অশান্তি। চাঁদের আলো ফুরিয়ে যায়নি তবে বর্ষার অজুহাতে আকাশের মেঘ চাঁদকে আলো বিলানোর কোন সুযোগই দিচ্ছে না। এমন ঘন মেঘ যে আলো মেঘ ভেদ করে বেরুতেই পারছে না। তার উপর রাতের অন্ধকারে মেঘ যেন আরও বলশালী হয়ে উঠে। চাঁদ কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। অশান্তি চাঁদের শরীরেও ছাপ ফেলেছে। আগের চেয়ে এখন রুগ্ন লাগে। আরও কদিন আলো বিলোতে পারবে না তার ঠিক নেই। মেঘের সাথে যোগাযোগ করেও লাভ হয়নি। এর একটা বিহিত করা দরকার। তাই চাঁদ সৌরজগতের বিশিষ্ট-জনদের নিমন্ত্রণ করেছে, যদি একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় সে আশায়। চাঁদের নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছে সৌরধিপতি সূর্য আর উল্কারাজ গণ্ডক।

চাঁদ, সূর্য আর গণ্ডকের মিটিং শুরু করার কথা ছিল অনেক আগে কিন্তু গণ্ডকের আসতে দেরী হওয়ায় মিটিং দেরীতে শুরু হয়েছে। এতে সূর্য কিঞ্চিৎ বিরক্ত। মিটিংয়ের প্রধান অতিথি সূর্য, কেউ না মানলেও সূর্যের তাই ধারণা। মিটিংয়ে অন্যান্যদের আসতে হয় প্রধান অতিথির আগে। এর ব্যতিক্রম হওয়া সূর্য তাই বিরক্ত। মনে মনে ভাবছে কি করে গণ্ডককে শিক্ষা দেওয়া যায়।

খালি মুখে তো আর মিটিং চলে না। চাঁদ আগে থেকেই টেবিলে চা, কফি, বিস্কুট আর চিপস সাজিয়ে রেখেছিল। সূর্য মুখে একটা চিপস পুরে দিয়ে গণ্ডককে উদ্দেশ্য করে বলল, কি মিয়া,'তোমার এত গতি। যখন কোথাও যাও সব উড়ায় নিয়া যাও। তা আসতে দেরী হইল যে।?'
গণ্ডক মুখ কাঁচু-মাঁচু করে বলল,'মিয়া ভাই, আমি খুবই লজ্জিত। মিটিং শুরুর যে টাইম দেওয়া ছিল তার আগেই আমি পৌঁছে ছিলাম। তবে পৌঁছে ছিলাম চাঁদের পুরানো ঠিকানায়। যখন খেয়াল হল তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। আমি সত্যিই দুঃখিত। অধমের অপরাধ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।'
সূর্য বলল,'আচ্ছা ঠিক আছে, এখন থামো।' চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলল,'তা চন্দ্র আমাদের কেন ডেকেছ। তোমার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে অনেক জায়গা আঁধার করে এসেছি। বেশী দেরী করতে পারব না তাড়াতাড়ি বল।'
চাঁদ বলতে শুরু করল,'মিয়া ভাই, খুব সমস্যার মধ্যে আছি। গত সাতদিনে এক কণা আলোও বিলাতে পারি নাই। আলো হচ্ছে ঠিকই কিন্তু বজ্জাত মেঘ মেঘনাদ আলো যেতে দিচ্ছে না। আটকে দিচ্ছে। অনুরোধ করেও লাভ হয়নি। বলে কিনা চাঁদের আলো পৃথিবীতে আর নাকি ঢুকতে দেবে না। মগের মুল্লুক ভেবেছে। যা খুশী তাই। আর ওর সাথে হাত মিলাইছে বজ্রপাত রঘা। আলো বিলোতে না পারলে তো আমি শেষ হয়ে যাব। মিয়া ভাই, আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে।' শেষের কথাগুলো বলতে বলতে চাঁদ ঢুকরে কেঁদে উঠল।
'এই মেয়েদের মতো ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবা না। কান্না আমি একদম সহ্য করতে পারি না।'কিছুক্ষণ নিজের মাথায় নিজেই হাত বুলিয়ে বলল,'মেঘনাদ আমাকেও খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে। তবে সুবিধা করতে পারছে না।'
বৈঠকখানার দরজা খোলার শব্দে আলোচনায় ছেদ পড়ল। খাবারের এক ট্রলি নিয়ে চাঁদের বউ চাঁদনী প্রবেশ করল। চাঁদনীকে দেখ সূর্যের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মনের অজান্তে বলে উঠল,'কেমন আছো চাঁদনী? অনেকদিন দেখিনি তোমায়।'
চাঁদনীর প্রতি যে সূর্যের একটা অন্যরকম তা কারো অজানা নয়। চাঁদ নিজেও তা জানে। কিন্তু কিছু বলার সাহস নেই। সূর্যের আলো চাঁদের সংসার চলে তাই এই সব স্পর্শকাতর বিষয় চাঁদ নীরবে সয়ে যায়। সূর্যের কথা আর বেশী দূর এগোবার আগে চাঁদ খুড় খুড় করে কেশে উঠল। কাশির শব্দে সূর্য যেন আবার বাস্তবে ফিরে এলো।
চাঁদ বলল,'মিয়া-ভাই মেঘনাদের একটা শিক্ষা হওয়া উচিৎ।'
সূর্য দৃঢ় কণ্ঠে বলল,'চন্দ্র তুমি ঠিকই বলেছ, মেঘনাদের একটা শিক্ষা হওয়া উচিৎ।' একটু ভেবে নিয়ে বলল,'বায়ু-সর্দার সুশানের কাছে দূত পাঠাও। বল, সে যেন তার দলবল নিয় মেঘনাদের উপর অতর্কিত হামলা করে মেঘনাদ আর তার চেলাচামুণ্ডাদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। কাজটা করতে হবে গোপনে। কেউ যেন জানতে না পারে।'

এতক্ষণ উল্কারাজ গণ্ডক চুপ করে শুনছিল। সূর্যের কথা শুনে বলল,'আমি এখনি দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।' অল্পক্ষণের মধ্যে মেঘের বুক চিঁড়ে এক ঝাঁক আলোক রশ্মি আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যেতে দেখা গেল।

৩

বৃষ্টির তেজ খুব বেশী না তবে এই বৃষ্টিতে ভেজায় কোন আনন্দ নেই। সেই বৃষ্টি মাথায় করে একদল লোক মাওলানা আব্দুল করিমের উঠানে জড়ো হয়েছে। বাড়ির বারান্দায় বসেছে মাওলানা। সাথে আরও আছে গ্রামের চেয়ারম্যান শাহবাজ ব্যাপারী এবং আশাপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার ইদ্রিস আলী। মাওলানার কাছে উপস্থিত জনতার প্রশ্ন আকাশে যেই মেঘ হয়েছে, তাতে ঈদের চাঁদ উঠল কি না তা বোঝার উপায় কি? চাঁদ না দেখা গেলে ঈদ কবে হবে? এইবার রোজা কি উনত্রিশ না তিরিশটা হবে? ঈদের চাঁদ না দেখা গেলে কি রোজার সংখ্যা তিরিশের চেয়ে বেশী হতে পারে? এই রকম প্রশ্নে প্রশ্নে জনতা অস্থির হয়ে উঠল।

একদল বলল আজ যদি ঈদের চাঁদ না দেখা যায় তাহলে রোজা তিরিশটা হবে এবং তারপর ঈদ। আরেকদল বলল গত কয়েক বছর রোজা হয়েছে তিরিশটা, এবার হবে উনত্রিশটা। মানে আগামী কালই ঈদ।

চেয়ারম্যান মাওলানার কানের কাছে মুখ নিচু স্বরে বলল,'মাওলানা সাহেব অবস্থা তো সুবিধার লাগছে না। দুই দলের মধ্যে তো মারামারি লেগে যাবে। আপনি কিছু বলেন।'

মাওলানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তেজিত জনতার দিকে যেয়ে বলল,'এই তোমরা ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ কর। এসব করে কোন লাভ হবে না। বরং আল্লাহকে ডাক, উনি সব মুশকিলের আসান করে দিবেন।'

উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে একজন বলল,'মাওলানা সাব, তাইলে কি দাঁড়াইল? ঈদ কি কাইল না পরশু?'

এই প্রশ্নে মাওলানা বিরক্তি ভরে বলল,'আমি কোন ভবিষ্যৎ না। একমাত্র উনি পারেন আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন অল্প বয়সী যুবক বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। মাওলানার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে হেডমাস্টার ইদ্রিস বলল,'স্কুলের অংকের মাস্টার। নাম হরেশ চন্দ্র শাহা।'

'ও হিন্দু।'পরিচয় পেয়ে বলল মাওলানা।'কি চাও তুমি?'

'মাওলানা সাব আমি অংক করে চাঁদের অবস্থান বলে দিতে পারি। অমাবস্যা-পূর্ণিমা কখন হবে তা যেমন বলে দেওয়া যায়, ঈদের চাঁদও কখন উঠবে তাও বলে দেওয়া যাবে। তাহলে আর কারো মনে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। প্রতি বছর এই নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। একটা দিনে সবাই মিলে ঈদ করলে আর বিরোধ থাকবে না মাওলানা সাব। আপনি অনুমতি দেন তো করে দেখাতি পারি।'

মাওলানা বুদ্ধিমান লোক। বুঝতে দেরী হল না যে অংক করে যদি সব বলে দেওয়া যায় তাহলে লোকে আর মাওলানার কাছে আসবে কেন। মাওলানা মনে মনে বলল একে সুযোগ দেওয়া মানে নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া। একে এখনি বিদায় করতে হবে। মাওলানা সবার উদ্দেশ্য বলল,'আশাপুর স্কুলের গণিতের শিক্ষক হরেশ মাস্টার অংক করে বলে দিতে পারে কবে ঈদের চাঁদ দেখা যাবে। খুবই উত্তম। তাইলে আর চাঁদ দেখা কমিটির দরকার কি? অংক দিয়াই যদি সব

হইয়া যায় তাইলে ধর্মেরই-বা আর কি দরকার? যাদের ধর্মের দরকার নাই হরেশ বাবুর কাছ থেকে অংক কইষা জাইনা নেন ঈদের চাঁদ কবে উঠবো আর ঈদ কবে হইব, চাঁদ দেখা কমিটির কাছে আর আসার দরকার নাই।'

মাওলানার এমন কথা আশাপুরের ধর্ম ভীরু মানুষ ভড়কে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে হরেশ মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে একজন বলল,'আমাগো অংক কষে ধর্ম শিখাতি চাও। ব্যাটার সাহস কত? নিজের ধর্মের নাম নাই আমাগো ওকালতি করতে আইছে। যা নিজের ধর্ম নিয়া থাক।'

আর একজন বলল,'হরেশ বাবু ভাল লোক। কথাতো সত্যও হয়তে পারে। একবার ওনার কথা শুনলে ক্ষতি কি?'

প্রথম-জন আর আবেগ ধরে রাখতে না পেরে লাফিয়ে উঠল। মারবার ভঙ্গিতে পরেরজনের কাছে এগিয়ে গেল। বলল,'কি কইলিরে শালা? মাওলানা কি মিছা কইছে। বিধর্মীর সাথে হাত মিলাইছ। তুই ধর্মের শত্রু। ওই শালারে ধর।' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এত উত্তেজনার মাঝে কেউ খেয়াল করেনি যে আকাশের মেঘ ঘন থেকে আরও ঘন হয়েছে। বিকট স্বরে কালো আকাশের বুক চিড়ে বিদ্যুৎ চমকালো। বজ্রপাত বাজারের মাঝখানে দাঁড়ানো বৃদ্ধ বটগাছটার উপর পড়ল। মাওলানার বাড়ির উঠান থেকে বজ্রপাতের দৃশ্য সবাই পরিষ্কার দেখল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল,'আল্লাহ-পাক নাখোশ হয়েছেন। এটা তারই আভাস।'

আবার বজ্রপাত হল। এবারেরটা মাওলানার উঠানের কোনায় দাঁড়ানো আম গাছে আঘাত হানল। এবার সবাই যে যার নিজের জান বাঁচানোর জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি শুরু করল।

হঠাৎ বাতাসের ঝাপটায় চারিদিক উত্তাল হয়ে উঠল। বাতাসের শো শো শব্দে নীরব আশাপুর সরব হয়ে উঠল। মনে হল সব যেন শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। একদিকে বিদ্যুতের ঝলক অন্য দিকে উত্তাল বাতাস আশাপুরের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। এই বাতাসে ছনের কিছু বাড়ি উড়ে গেল আর মৃত প্রায় কিছু গাছ শিকড় থেকে আলগা হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল। আতংকে সারাদিন রোজা রাখবার পরও রোজা ভাঙ্গার কথা মানুষ আর কিছুক্ষণ আগে ঈদ নিয়ে বিরোধের কথা ভুলে গেল।

এতসব তাণ্ডবের মাঝে এই উত্তাল বাতাসে আকাশের কালো মেঘ অল্পক্ষণের মাঝে সরে গেল। যে মেঘ দেখে অল্পক্ষণ আগেও মনে হচ্ছিল যে সহজে যাবার নয় তা উবে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আশাপুরের মানুষ দীর্ঘদিন বাদে মেঘের আড়ালে থাকা তারা দেখতে পেল। আর দেখল পশ্চিমের আকাশে সূতার থেকেও চিকন একটা চাঁদ। সহজে বোঝা যায় না তবে একটু ভাল করে লক্ষ্য করে ঠিকই চোখে পড়ে।

বাতাস যেমন হঠাৎ এসেছিল, সব উলট-পালট করে দিয়ে আবার হঠাৎই মিলিয়ে গেল। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচল। চাঁদ দেখে সবাই খুশীতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। আট-দশ বছরের একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল'চাঁদ উঠছে, ঈদের চাঁদ উঠছে' বলতে বলতে বাজারের একমাথা থেকে আরেক মাথা দৌড়ে বেড়াতে লাগল।

মাওলানা আব্দুল করিম মসজিদের মুয়াজ্জিন শফিউল আলমকে বলল,'আযান দ্যাও, আর ঘোষণা দ্যাও, ঈদের চাঁদ উঠছে, আগামীকাল ঈদ।'

৪

মিঠা মিয়া ঈদের আনন্দ সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সদ্য কেনা রেডিও চালু করল। দোকানে মিষ্টি কিনতে আসা এক ষাটোর্ধ বৃদ্ধ বলল,'এইটা কিরে মিঠা?'

'এইটা হইল রেডিও। এইডা দিয়া গান হুনা যায়।'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল,'এইডার ভিতর গান হয়?'

মিঠা হেসে বলল,'এইডার মধ্যে হয়না চাচা-মিয়া। গান বাতাসে ভাইসা ভাইসা আসে।'

বৃদ্ধের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি। রেডিওতে ঘোষক ঘোষণা দিল, এখন পরিবেশিত হচ্ছে'ও মোর রমজানের ওই রোজার শেষে'। গাইছেন রাধিকা মিত্র আর গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

রেডিওতে রাধিকা মিত্রের কণ্ঠ শোনা গেল।